গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মহা-পরিচালকের দপ্তর	
প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)	☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	☑ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)	☐ মতামতসহ নথিতে দিন
উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য)	☐ আলাপ করুন
উপ-পরিচালক (শস্য গুদাম)	☐ নথিভুক্ত করুন।
উপ-পরিচালক (বাজার ব্যবস্থাপনা)	
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	
ব্যক্তিগত সহকারী	
ডাইরী নং -	
তারিখ -	

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০৩৫.০১.০০.০১-১৬/ ২১ তারিখ ঃ ১১-০১-২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত "শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা" অনুমোদন প্রসংঙ্গে
সূত্র ঃ (১) কৃষি বিপণণ অধিদপ্তরের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০২২.০১.০৪৫.১৫-১০৪, তারিখ ঃ ২২-১২-২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২০-১২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রণীত "শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকাটি'' মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করেছেন।

০২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত "শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা" এর উপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এক কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ অনুমোদিত "শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা"
এক কপি।

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপ- সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০০৪০
ই-মেইলঃ dsexten2@moa.gov.bd

মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামার বাড়ি,ফার্মগেট, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়।

সূচী

পটভূমি
রূপকল্প (Vision)
মিশন (Mission)

প্রথম অধ্যায়

১.১ কার্যক্রম পরিচিতি ১

১.১.১ শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম
১.১.২ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য
১.১.৩ সাধারণ বর্ণনা
১.১.৪ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও অর্থায়ন ২

১.২ কার্যক্রম পরিচালনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য ২

১.৩ অধিক্ষেত্র (Coverage) ৪

১.৪ উপকারভোগী (Beneficiaries) ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গুদাম ও গুদাম এলাকা নির্বাচন ৬

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ ৮

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ১১

৪.২ গুদামে শস্য জমা রাখা ও ঋণ প্রাপ্তি ১১

৪.৩ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ ও শস্য ছাড়ানো ১২

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ গুদামের জনবল ও দায়িত্ব ১৪

৫.২ গুদাম রক্ষকের দায়িত্ব ১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ কমিটিসমূহ (কাঠামো, গঠন পদ্ধতি, কার্যপরিধি, মেয়াদ ও সম্মানিভাতা) ১৭

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ তদারকি ও মূল্যায়ন ২৩

৭.২ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ২৪

বিবিধ

৮.১ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় ২৪

৮.২ নির্দেশিকা সংশোধন পদ্ধতি ২৪

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা

পটভূমি (Background)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ (খাদ্য ও বীজ হিসেবে), মূল্য সহায়তা (Reasonable Price Support) এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও সুইস সরকারের সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশ-সুইস এগ্রিকালচারাল প্রজেক্ট (বাসওয়াপ) নামে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের কর্মধারায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপযুক্ত উপায়ে শস্য গুদামজাতকরণ; নগদ অর্থের চাহিদা মেটাতে চাষীদের ব্যাংক ঋণ প্রদান; গুদামজাত শস্যের বিপণন এবং গুদামগুলোকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য চাষীদেরকে হস্তান্তর প্রভৃতি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটি ১৯৭৮-১৯৮৭ মেয়াদে ১ম পর্ব এবং ১৯৮৮-১৯৯২ মেয়াদে ২য় পর্ব বাস্তবায়ন করা হয়। এ দু'টি পর্বের (পরীক্ষামূলক) সফল সমাপ্তির পর এটিকে সম্প্রসারিত প্রকল্প হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী সম্প্রসারিত প্রকল্প হিসেবে একই মডেলে/কর্মধারায় **''শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প''**(শগঋপ) নামে প্রকল্প প্রণীত হয় যার কার্যক্রম জুলাই'১৯৯২ হ'তে শুরু হয়ে জুন'১৯৯৭ মেয়াদে ১ম পর্যায় সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, জুলাই'১৯৯২ থেকে জুন'১৯৯৫ পর্যন্ত সরাসরি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এবং জুলাই'১৯৯৫ থেকে জুন'১৯৯৭ পর্যন্ত প্রকল্পটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য বিবেচনা করে মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে অর্থাৎ জুলাই'১৯৯৭ থেকে জুন'২০০২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। জুন'২০০২ সালে প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সময়সীমা বর্ধিত করে জুন'২০০৪ পর্যন্ত চালানো হয়। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমকে অব্যাহত ধারার এবং স্থায়ী প্রকৃতির বিবেচনা করে জুলাই'২০০৪ থেকে জুন'২০০৮ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটে একটি বিশেষ কর্মসূচী হিসেবে পরিচালনা করা হয় যা পরবর্তীতে মেয়াদ আবারও বাড়িয়ে জুন'২০১০ এ সমাপ্ত হয়। ২০১০ সালে উক্ত চলমান কর্মসূচীটি জনবলসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে পদ সৃজন করে স্থানান্তর করা হয় এবং ২০১০ সাল থেকে কার্যক্রমটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে চলমান আছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৩২টি জেলার ৭৯টি উপজেলার ১০৪টি ইউনিয়নে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমভুক্ত ১১৫টি শস্য গুদাম চালু আছে এবং কার্যক্রমটির মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত শস্য যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণের (খাদ্য ও বীজ হিসেবে) বিপরীতে ব্যাংক ঋণ সুবিধা এবং বিপণন সুবিধা পেয়ে লাভবান হচ্ছেন। যেহেতু, কার্যক্রমটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে সংযোজিত একটি নতুন কার্যক্রম এবং এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই তাই কার্যক্রমটির সহজ, সুষ্ঠু ও মানসম্মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রমটিতে অনুসৃত নীতিমালা পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী **"শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা''** প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল স্টেক হোল্ডারদের অবস্থান ও অংশগ্রহন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তথা কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

রূপকল্প (Vision)

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বিপণন সহায়তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে অংশগ্রহণমূলক শস্য সংরক্ষণের ভৌত ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

মিশন (Mission)

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের রূপকল্প অর্জনে মিশন :

১. জরীপের মাধ্যমে গুদাম এলাকা ও গুদাম নির্বাচন, গুদাম নির্মাণ/সংস্কার/মেরামতকরণ এবং ভাড়া বা লিজের ব্যবস্থা করা।

২. জরীপের মাধ্যমে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, গুদামের জনবল নিয়োগ ও কমিটি গঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা নিশ্চিত করা।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার মাধ্যমে উপকারভোগীদের গুদামে শস্য সংরক্ষণের বিপরীতে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থাকরণ, গুদামে শস্য জমাকরণ, ছাড়ানো, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও ঋণ পরিশোধ এবং

৪. গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তাঁদেরকে গুদাম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গুদাম কমিটির নিকট কার্যক্রম হস্তান্তর।

প্রথম অধ্যায়

১.১ কার্যক্রম পরিচিতিঃ-

১.১.১ শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক) :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম নির্বাচিত এলাকার কৃষক (মাঝারি, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গা ও ভূমিহীন) এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল বিশেষ করে দানাদার জাতীয় খাদ্যশস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি সহায়ক সরকার পরিচালিত একটি বিশেষায়িত সেবামূলক কার্যক্রম।

১.১.২ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য :

কার্যক্রমভুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

খ) কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।

গ) গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

ঘ) গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

ঙ) প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শি করে গড়ে তোলা।

চ) গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

১.১.৩ সাধারণ বর্ণনা :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গুদাম পার্শ্ববর্তী ২ (দুই) কিলোমিটার এলাকা জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্বাচন, কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন, গুদাম সংস্কার এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও কার্যক্রমভুক্ত কৃষকদের অংশগ্রহণে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদাম ভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সকল প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদনের পর গুদাম চালু করা হয়। গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের নিকট থেকে শস্য জমার বিপরীতে বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ১০/-(দশ) টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে তবে শস্য গুদামের আয় বৃদ্ধি ও গুদাম রক্ষক/নাইট গার্ডের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে প্রয়োজনে গুদামে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করে এর উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা গুদাম তহবিল গঠন করা হবে। কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাগণ যেন গুদাম ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে নিজেরাই গুদাম পরিচালনা করতে পারেন সে জন্য গুদাম চালুর সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদাম-কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হবে। উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কমিটি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে গুদামের তালিকাভুক্ত কৃষক/উদ্যোক্তা তাঁর কোটা (সর্বোচ্চ ২০ কুইন্টাল) অনুযায়ী শস্য গুদামে জমা রেখে সংরক্ষিত শস্যের অবচয় মূল্য (২০%) নির্ধারণ করে সে মূল্যের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। মৌসুম পরবর্তীতে (Off Season) বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেলে জমাকৃত শস্যের গুদাম ভাড়াসহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে কৃষক/উদ্যোক্তা তাঁর শস্য গুদাম থেকে ছাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবেন।

১.১.৪ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও অর্থায়ন :

শগঋক কার্যক্রমটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর স্থায়ী কাঠামোতে নিয়োজিত রাজস্ব বাজেটভুক্ত জনবল দ্বারা পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ জনবল পদায়ন করে অথবা পদায়নকৃত জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত কর্মকর্তা/কর্মচারী দিয়ে এ কার্যক্রমটি পরিচালনার উদ্যোগ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হবে। **শগঋক** তহবিল হিসেবে ইতোমধ্যে সৃজিত বা সরকারী অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গঠিত তহবিল মূলধন অব্যয়িত রেখে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ সরকারী নীতিমালা অনুসৃত হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর একটি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে সাধারণভাবে বাৎসরিক বরাদ্দ থেকে একটি নির্দিষ্ট কোডের মাধ্যমে ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এটি **শগঋক** নামের কোডও হতে পারে অথবা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ব্যয় খাত যেমন, গুদাম সংস্কার/মেরামত বা রক্ষণা-বেক্ষণ, এলজিইডি মালিকানাধীন গুদাম ভাড়া প্রভৃতি প্রণীধানযোগ্য। তবে, এলজিইডি থেকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে গুদামের মালিকানা পরিবর্তন হলে ভাড়া খাতে অধিদপ্তরের কোন বাৎসরিক বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। কোন কারণে ব্যয় বরাদ্দ বিঘ্নিত হলে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের **শগঋক** ব্যয় পরিকল্পনা জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তরের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দে অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও **শস্য গুদাম শাখার** সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে **শগঋক** সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ ও অন্যান্য বিষয়াদি বাস্তবায়ন করা হবে।

১.২. কার্যক্রম পরিচালনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্যঃ-

উপকারভোগী : ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী/কৃষি উদ্যোক্তা এবং মাঝারী কৃষক (সর্বোচ্চ ৫ একর জমির মালিক) এই কার্যক্রমের সুবিধা পাবেন।

শস্য সংরক্ষণের সময়সীমা : খাদ্য হিসেবে ৬ মাস এবং বীজ হিসেবে ৯ মাস গুদামে শস্য সংরক্ষণের বিপরীতে তালিকাভুক্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাগণ গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ পাবেন।

কি কি শস্য সংরক্ষণ করা যাবে : প্রধানতঃ দানাদার খাদ্য শস্য যেমন- ধান, গম, ভুট্টা ও কাউন, তৈল জাতীয় শস্য যেমন- সরিষা, তিল, তিসি, কালোজিরা এবং ডাল জাতীয় শস্য যেমন- মসুর, ছোলা, মাশকলাই, খেসারী ইত্যাদি শস্য গুদামে সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, স্থানীয় গুদাম পরিচালনা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে গুদামে সংরক্ষণে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এমন অন্যান্য কৃষি শস্য/ফসলও গুদামে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

গুদাম ভাড়া : গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের নিকট থেকে শস্য জমার বিপরীতে বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ১০/-(দশ) টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে । তবে, শস্য গুদামের আয় বৃদ্ধি ও গুদাম রক্ষক/নাইট গার্ডের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে প্রয়োজনে গুদামে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সহায়তাকালীন সময় : নতুন গুদাম শুরুর পর প্রথম ২৪ মাস গুদাম পরিচালনা ব্যয়, গুদাম রক্ষক, অডিটর ও নৈশ প্রহরীর বেতন ভাতা এবং গুদাম কমিটির সদস্য ও গুদাম রক্ষককে শস্য জমার বিপরীতে উৎসাহমূলক ভাতা (Incentive) ও প্রশিক্ষণসহ রাজস্ব খাত হ'তে সকল প্রকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে যা সহায়তাকালীন সময় হিসেবে বিবেচিত। ২৪ মাস সহায়তাকালীন সময়ের পর গুদাম ও চলমান কার্যক্রম গুদাম পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হবে। সহায়তাকালীন সময়ে অর্জিত তহবিল গুদাম পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তরের পর গুদামের আয় দ্বারা (ভাড়া বাবদ) গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরীর বেতন, নিরীক্ষক, গুদাম কমিটি, গুদাম রক্ষক এর ভাতা, অনিয়মিত শ্রমিকসহ গুদামের আনুসঙ্গিক সকল ব্যয় নির্বাহ করে গুদাম কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গুদামের সঞ্চয়ী হিসাব, FDR গঠন, ভাঙ্গানো, সুদ উত্তোলন ও নবায়ন : শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন প্রতিটি গুদামের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গুদামের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা এবং গুদামের আয়-ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ FDR হিসেবে গুদাম ফান্ডে জমা করতে হবে।

ক) সঞ্চয়ী হিসাব : গুদাম কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংরক্ষণ করে গুদামের নামে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাব, গুদাম কমিটির সভাপতি ও গুদাম রক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত গুদাম কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গুদাম কমিটির সভাপতি অনুমোদন দিতে পারবেন এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকার অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ) এফডিআর গঠন : গুদামের আয় (ভাড়া বাবদ) হতে গুদামের নামে সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত অর্থ (গুদাম পরিচালনা খরচ বাদে) দ্বারা গুদাম কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও উপদেষ্টা কমিটির সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে গুদামের নামে এফডিআর আমানত গঠন করা যাবে।

গ) এফডিআর এর সুদ উত্তোলন : এফডিআর এর সুদ উত্তোলন ও ব্যাংকের ক্ষেত্রে গুদাম কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এফডিআর এর সুদ উত্তোলন করে গুদাম কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

ঘ) এফডিআর ভাঙ্গানো (নগদায়ন) : এফডিআর ভাঙ্গানো ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুদাম কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে (গুদাম কমিটি কর্তৃক) এফডিআর ভাঙ্গানো ও ব্যয় করা যাবে।

ঙ) এফডিআর নবায়ন : গুদাম কমিটি ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাংকে সংরক্ষণ করে গুদাম কমিটি কর্তৃক এফডিআর নবায়ন করা যাবে।

আপদকালীন সহায়তা ফান্ড : শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের এন্ডাউমেন্ট ফান্ডে পূর্বের রক্ষিত অর্থ, পূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিভিন্ন হিসাবে রক্ষিত, অব্যবহৃত ও সঞ্চিত অর্থ এবং বিভিন্ন গুদাম ফান্ডে রক্ষিত এফডিআর এর অর্থ একত্রিত করে কোন একটি রাষ্ট্রায়ত্ব/তফসিলী ব্যাংকে এফডিআর আমানত গঠন করার মাধ্যমে সুদ বাবদ প্রাপ্ত আয় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত গুদামের আপদকালীন সময়ে ব্যবহার করা যাবে। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এই অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার রাখেন। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় চালুর পর হ'তে ২৪ মাস (সহায়তাকালীন সময়) সরকারী অর্থায়নে গুদামের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হবে। সহায়তাকালীন সময়ের পর থেকে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় হ'তে গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ নির্বাচিত ব্যাংকে গুদামের নামে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হবে এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে অর্জিত অর্থের ৭৫% অর্থ গুদাম পরিচালনা ব্যয় হিসেবে সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট ২৫% অর্থ এফডিআর আমানতে স্থানান্তর করা হবে। আমানতটি **শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড** হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আপদকালীন সময় : শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত কোন গুদামে জরুরীভিত্তিতে সংস্কার/মেরামত/নির্মাণসহ (চাতাল মেরামত/নির্মাণ, টয়লেট, পানির কল প্রভৃতি) বস্তা, ময়েশ্চার মিটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় এবং কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে অথবা গুদাম ফান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান, গুদাম রক্ষক/নৈশ প্রহরী, গুদাম/উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও তাঁদেরকে প্রদেয় ভাতাসহ কোন গুদাম চালুকরণ বা সচল রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আপদকালীন সহায়তা ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তবে, গুদাম কমিটির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে আপদকালীন বিষয়াদি নির্ধারণ করা যাবে এবং গুদাম কমিটির সিদ্ধান্ত ও উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনক্রমে এই অর্থ ব্যয় করতে হবে।

১.৩ অধিক্ষেত্র (Coverage) :-

বর্তমানে ৩২টি জেলাধীন ৭৯টি উপজেলার ১০৪টি ইউনিয়নে ১১৫টি নির্বাচিত গুদামে এ কার্যক্রম চলমান আছে। নির্বাচিত গুদাম গুলোর মধ্যে এলজিইডি'র অব্যবহৃত সংস্কারকৃত গুদামের সংখ্যা ১০৩টি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের তৈরীকৃত গুদামের সংখ্যা ১২টি। এলজিইডি এর গুদামের ধারণক্ষমতা ২৫০ মে. টন এবং নিজস্ব তৈরীকৃত গুদাম এর গড় ধারণক্ষমতা ১১৫ মে. টন হিসেবে কার্যক্রমটির মাধ্যমে বছরে শস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রায় ২৭১৩০ মে. টন। কার্যক্রমটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হলেও এর বিস্তৃতি দেশের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের স্বার্থে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কার্যক্রমটির পরিধি আরো সম্প্রসারিত করা হলে আওতাভুক্ত সকল গুদাম পরিচালনার ক্ষেত্রে **'শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা'**র প্রায়োগিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

১.৪ উপকারভোগী (Beneficiaries) :-

ফসল কর্তন মৌসুমে উৎপাদিত শস্যের বাজার দর কম থাকার পরও ক্ষুদ্র কৃষকগণ তাৎক্ষণিক পারিবারিক খরচ নির্বাহ, পরবর্তী ফসল আবাদ, বকেয়া ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির জন্য ঐ সময়েই ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে তাঁদেরকে পরিবারের খোরাকী ও বীজের জন্য উচ্চ মূল্যে শস্য কিনতে হয়। এই কারণে তাঁরা ঋণগ্রস্থ হন এবং তাঁদের দারিদ্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। অনেক কৃষক ভূ-সম্পত্তি হারিয়ে ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পরেন। এই আবর্তক চক্রের মধ্যে যে সকল কৃষক আছেন তাঁদেরকে নিয়েই মূলতঃ গুদাম এলাকায় উপকারভোগী কৃষক তালিকা করার নিয়ম। তবে, বর্তমান কৃষি উন্নয়নের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় কৃষি উদ্যোক্তা, বর্গাচাষী, এমনকি ভূমিহীন কৃষকগণও কার্যক্রমটির উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। উল্লেখ্য যে, উপকারভোগী নির্বাচনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১.৪.১ উপকারভোগীর যোগ্যতা :

নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরির কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা যারা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) একর জমির মালিক তাঁরা **শগঋক**-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য:-

ক. ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং মাঝারী কৃষক;

খ. বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী এবং

গ. কৃষি উদ্যোক্তা।

১.৪.২ উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি :

ই.সি.এল (Estimited Control Land) পদ্ধতির মাধ্যমে একজন কৃষক কত প্রকার জমির শস্য আহরণ করেন তার হিসাব নির্ণয়ের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে। যেমন-

একজন কৃষকের নিজস্ব জমি	= ৪ একর
বর্গা দিয়েছেন	= ৩ একর
লিজ নিয়েছেন	= ১ একর

এক্ষেত্রে ECL পদ্ধতিতে তাঁর চাষাধীন জমি হবে

(নিজ জমি ১ একর + বর্গার অর্ধেক ১.৫ একর + লিজ নেয়া ১ একর) = ৩.৫ একর

তাই, এ কৃষক উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন।

১.৪.৩ উপকারভোগীর প্রাপ্য অধিকারসমূহ :

১. প্রতি ফসলের সর্বোচ্চ ২০ কুইন্টাল শস্য গুদামে জমা রাখার বিপরীতে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

২. গুদামে জমাকৃত শস্য ওজনে কম হলে গুদাম রক্ষক দায়ী থাকবেন। কিন্তু, আর্দ্রতাজনিত কারণে ওজন কম হলে তাঁকে দায়ী

৩. গুদামে সংরক্ষণকৃত শস্য চুরি হলে গুদাম রক্ষক ও গুদাম কমিটি দায়ী থাকবেন এবং এ ব্যাপারে উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার রাখেন।

৪. একজন উপকারভোগী তাঁর উৎপাদিত শস্য গুদামে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

৫. দিনের যে কোন সময় (ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সময়ে) প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন পরিমান শস্য ব্যাংক ঋণ (সুদসহ) এবং গুদাম ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে ছাড়িয়ে নেয়া যাবে।

৬. শস্য জমাকারী কর্তৃক সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে গুদামে রক্ষিত শস্য দেখা এবং কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে (যেমন-পোকার আক্রমন ও অন্যান্য কারণে) গুদাম কমিটিকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া যাবে।

১.৪.৪ অধিকার নিয়ন্ত্রণ :

১। গুদাম ভাড়া ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ ব্যতীত গুদামে জমাকৃত শস্য ছাড়িয়ে নেয়া যাবে না।

২। গুদামে শস্য জমা ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন না করে ঋণ গ্রহণ করা যাবে না।

৩। একজন উপকারভোগী তাঁর উৎপাদিত ফসল ছাড়া অন্য ফসল সংরক্ষণ করতে পারবেন না।

৪। মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারণে কোন উপকারভোগী কৃষকের অনুপস্থিতি/অবর্তমানে সরকারি প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর বৈধ ওয়ারিশগণ জমাকৃত শস্যের মালিক বা দায় পরিশোধের জন্য দায়ী হবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গুদাম ও গুদাম এলাকা নির্বাচন, সংস্কার/নির্মাণঃ-

উপযোগীতা যাচাই :

শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন গুদাম নির্বাচনে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে টিকে থাকার সক্ষমতা (Viability & Sustainability), সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা স্থায়িত্ব তথা গুদাম পরিচালনার ব্যয় বহনে যথাযথ সমর্থ এবং সর্বোপরি গুদামটি নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।

জরীপ :

গুদাম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের জরীপকারী অথবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে গুদাম এলাকা/গুদাম চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রাক জরীপ কার্য সম্পাদন করতে হবে।

(ক) প্রাক সম্ভাব্যতা জরীপ :-

গুদাম এলাকা চিহ্নিতকরণ ও গুদাম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :-

নির্ণয়কসমূহ	শর্তাবলী
ব্যাংক শাখা	গুদামের ২ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে বাংলাদেশের যে কোন ১টি তফসিলী ব্যাংকের শাখা থাকতে হবে।
চাতালের জায়গা	গুদাম সংলগ্ন ৪০´ x ২৫´ আকারের চাতাল নির্মাণের জায়গা থাকতে হবে।
এলাকার শস্য উৎপাদনের ধরণ (Cropping Pattern)	গুদাম এলাকায় কমপক্ষে ৩টি গুদাম জাত ফসল হতে হবে। অর্থকরী ফসলের প্রাধান্য কম তবে ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।
একর প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা (ফলন)	কমপক্ষে জাতীয়মানের সমপর্যায় হতে হবে।
ফসলের নিবিড়তা (Cropping Intensity)	সর্বনিম্ন ১৫০% হতে হবে।
যথেষ্ট সংখ্যক আওতাভুক্ত কৃষক	নির্বাচিত গুদাম এলাকার চারিপার্শ্বে (৫ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের) ৭০০-১০০০ জন তালিকাভুক্ত কৃষক পরিবার থাকতে হবে।
জমি বন্টন/ মালিকানার অবস্থা	অপেক্ষাকৃত কম বৈষম্য সম্পন্ন হতে হবে।
যোগাযোগ ব্যবস্থা	সড়ক বা জলপথে গুদামটির চতুর্দিকের গ্রামের সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
বন্যাকবল মুক্ততা	নির্বাচিত গুদামটি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে হতে হবে।
গুদাম প্রাপ্যতা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এর অব্যবহৃত গুদাম/অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত গুদামটি যথানিয়মে শগঋক-এ হস্তান্তর করতে হবে।
আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	সহায়ক কাঙ্খিত।

(খ) আর্থ-সামাজিক জরীপ :-

প্রাক জরীপ শেষে যাচাই-বাছাই করে গুদাম নির্বাচন পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গুদাম এলাকার ৫ কিঃমিঃ এলাকার মধ্যে যে সকল গ্রাম বা পাড়া রয়েছে সে সকল এলাকায় মাঠ জরীপকারী কর্তৃক পরিবার ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জরীপ পরিচালনা করতে হবে। সাধারণত: ১৫০০-২০০০ পরিবার এ জরীপের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রধাণতঃ এ সমস্ত পরিবারের জমির মালিকানাস্বত্ব এবং চাষাধীন জমি, উৎপাদিত ফসল, পরিবারের লোকসংখ্যা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গুদাম আওতাভুক্ত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বসতবাড়ী, মেম্বারের বাড়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ীর উঠানে পি.আর.এ (Participatory Rural Appraisal) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে কৃষক নির্বাচন চূড়ান্ত করা হবে এবং একই সংগে ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা নির্বাচন করতে হবে।

(গ) কৃষক তালিকা প্রণয়ন :-

আর্থ সামাজিক জরীপ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আওতাভুক্ত কৃষকদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে। পরবর্তীতে গুদাম চালু হলে এই তালিকাভুক্ত কৃষকগণই **শগঋক** কার্যক্রমের জন্য অর্থাৎ শস্য জমা রেখে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের সুযোগ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী/কৃষি উদ্যোক্তা ও মাঝারী কৃষকগণ অগ্রাধিকার পাবেন। উল্লেখ্য, জরীপকারী/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত কৃষক তালিকা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবে পুরাতন গুদামের কৃষক তালিকা নবায়নের ক্ষেত্রে গুদাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করা যেতে পারে।

(ঘ) গুদাম নির্বাচন ও গুদাম মালিক/কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় :-

এলজিইডি এর অব্যবহৃত গুদাম সমূহে প্রাক সম্ভাব্যতা জরীপের জন্য স্থানীয় সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত গুদাম ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট আকারের, সমধারণ ক্ষমতা ও মানসম্পন্ন আধুনিক অবকাঠামো সম্বলিত শস্য-গুদাম নির্মাণ/সম্প্রসারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) গুদাম সংস্কার/মেরামত/নির্মাণ :-

এলজিইডি এর অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম **শগঋক**-এর আওতাভুক্ত করে জিওবি অর্থে এলজিইডি/পিডব্লিউডি/পিআইডব্লিউডি এর মাধ্যমে সংস্কার/মেরামত করে বাৎসরিক ভাড়ার ভিত্তিতে কার্যক্রম চালানোর জন্য চুক্তি করা হবে এবং নতুন গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি ক্রয়, লিজ, অধিগ্রহণের মাধ্যমে জিওবি অর্থ দ্বারা এলজিইডি/পিডব্লিউডি/পিআইডব্লিউডি কর্তৃক নির্মাণ করে শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রসারণ করা হবে।

(চ) গুদাম সংস্কার/নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থাপনাদি :-

১. গুদাম ঘর, অফিস ঘর, স্টোর রুম, টয়লেট, ভেন্টিলেটর, গুদামের চারিধার পাকাকরণ (এপ্রোন), পিছনের ও সামনের দরজা (ইঁদুর নিরোধক নেটসহ) নির্মাণ বা মেরামত;
২. টিউব ওয়েল স্থাপন;
৩. সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার/ মেরামত;
৪. চাতাল নির্মাণ/মেরামত;
৫. ডানেজ নির্মাণ/মেরামত;
৬. বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং
৭. স্থানীয় উপযোগিতাভিত্তিক অন্যান্য কাজ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণঃ-

৩.২ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমঃ-

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম বিধায় কিভাবে এর মাধ্যমে কৃষক তথা উপকারভোগীরা সুবিধাদি পাবেন, তাঁদের কি কি করণীয় আছে, কিভাবে কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো অবহিত করে গুদাম কার্যাবলীতে অংশগ্রহন এবং শস্য জমাকরণে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানত গুদাম এলাকায় বা অন্যান্য চিহ্নিত এলাকায় **শগঋক**-এর উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩.২.১ গুদাম চালুর পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমসমূহ :

(ক) জাতীয় পর্যায়ঃ **শগঋক** কার্যক্রম পরিচিতকরণ ও সমর্থন লাভের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণার ক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও সংবাদ প্রচারের কার্যক্রম নিতে হবে।

(খ) তৃনমূল পর্যায়ঃ কার্যক্রমটির সফল বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ও তৃনমূল পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণীয়ঃ-

<u>দলীয় পদ্ধতি</u>

শগঋক বাস্তবায়নে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে দলীয় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। বটম আপ (Bottom up) পদ্ধতিতে কারও উপর চাপিয়ে দেয়া নয় বরং উপকারভোগীর স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে **শগঋক** কর্তৃক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

<u>দলগঠনের পদক্ষেপসমূহ</u>

- ম্যাপিং

পি.আর.এ (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতিতে গুদাম এলাকার জন্য তৈরীকৃত ম্যাপে প্রত্যেকটি আওতাভুক্ত চাষীর বাড়ি চিহ্নিতকরণ, গুদাম এলাকাকে কমপক্ষে ১০টি ব্লকে বিভক্তকরণ, ভিডিও প্রদর্শন কেন্দ্র সণাক্তকরণ, প্রত্যেক ব্লককে ৪০-৮০টি সাব-ব্লকে বিভক্তকরণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে, পরিস্থিতি ও বাস্তব অবস্থা অনুসারে সাব-ব্লকের সংখ্যা কম বেশী হতে পারে।

- **নেতৃত্বদানে সক্ষম কৃষক চিহ্নিতকরণ**

মাঠ কর্মকর্তা প্রত্যেক সাব-ব্লক থেকে নেতৃত্বদানে সক্ষম একজন অভিজ্ঞ চাষী চিহ্নিত করে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন। এই যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মাঠকর্মকর্তা সম্ভাব্য গুদাম কমিটির সদস্যও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক সাব-ব্লকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে **লিড ফার্মার** (Lead farmer) হিসেবে অভিহিত করা হবে।

- ছোট দল গঠন

লিড ফার্মার (Lead farmer) কর্তৃক স্ব স্ব সাব-ব্লকের ১০-১৫ জন আওতাভুক্ত কৃষকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সমন্বয়ে একটি অনানুষ্ঠানিক (Informal) ছোটদল গঠনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে ছোটদলে ২০/২৫ জন কৃষক থাকতে পারেন।

- পরিচিতি সভা

ছোটদল গঠনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে **লিড ফার্মার** মাঠ কর্মকর্তাকে তাঁর দল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। প্রথম পরিচিতি সভা খুব সংক্ষিপ্ত হবে। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হবেঃ-

ক) মাঠকর্মকর্তার ছোটদলের সদস্যদের সাথে পরিচিতি;

গ) দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিত সভা করার উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা;

ঘ) সদস্যদের নাম লিপিবদ্ধকরণ;

ঙ) সভার স্থান নির্বাচন এবং

চ) সভার সময় নির্ধারণ।

৩.২.২ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পর্ব এবং পর্যায় :

নতুন এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীকে ৪টি পর্বে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি পর্বকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হবে। গুদামে শস্য রাখার প্রস্তুতি হিসেবে জমা শুরুর পূর্বে ১ম ও ২য় পর্বে সন্নিবেশিত বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়গুলোর আলোচনা অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যকীয়। তবে, ৪র্থ পর্যায়ের আলোচনা সভা শস্য জমা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে জমা চলাকালীন সময়েও তা করা যেতে পারে। কোন কোন পর্যায়ে নির্ধারিত আলোচনা মাঠের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে পরিচালনা করা হবে।

৩.২.৩ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর হার :

প্রত্যেক পর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর হার গ্রহণযোগ্য সংখ্যক (৫০%-৬০%) না হলে পুনরায় উক্ত পর্যায়ের আলোচনা করতে হবে। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীর হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা শুরু করা যাবে না। গুদামে জমা শুরুর ৩ মাস পূর্ব থেকেই এই উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী চালু করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে কেন্দ্র ও ছোটদলের সংখ্যা বাড়ানো/কমানো যেতে পারে।

৩.২.৪ উদ্বুদ্ধকরণের বিকল্প পদ্ধতি :

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম উল্লিখিতভাবে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে, কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই গুদাম আওতাভুক্ত এলাকায় ন্যূনতম ৩ দিন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন-গুদাম চত্বর, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান এবং ইউপি মেম্বারের বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণ্যমান্য ব্যক্তি বা গুদাম কমিটির সদস্যদের বাড়ীর উঠান প্রভৃতি স্থানে নির্ধারিত ফ্লিপচার্ট, ভিডিও প্রদর্শণীর মাধ্যমে শস্য জমা-ছাড়ানো, ঋণ বিতরণ, আদায়, গুদাম হ'তে প্রাপ্ত সুবিধাদি ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালানো হবে যাতে এলাকার কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কার্যক্রমটিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও সমাবেশ, নাটক, খেলাধূলা, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পরিচালনা করা যেতে পারে।

৩.৩ প্রশিক্ষণঃ-

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুদাম ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে গড়ে তোলা যাতে সহায়তা পর্ব অর্থাৎ প্রাথমিক ২৪ মাস পর থেকে নিজেরাই লাভজনকভাবে গুদাম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। তাই শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে বিভিন্ন কারিগরী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক, গুদাম পরিচালনা কমিটি, স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটি, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্তদের আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি গুদামে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে সফলতা ও দুর্বলতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৩.১ নতুন গুদামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রশিক্ষণসমূহ :

১. গুদাম রক্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ — ১০দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)

২. গুদাম কমিটি ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ — ৩দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)

৩. অডিটর ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ	১দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)
৪. ব্যাংকার্স ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১দিন (সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে অনুষ্ঠিত হবে)
৫. উপদেষ্টা কমিটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১দিন (ইউএনও অফিসে অনুষ্ঠিত হবে)
৬. উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	৩ দিন (গুদাম এলাকায়)
৭. ক্ষুদ্র দলনেতা প্রশিক্ষণ	১দিন (গুদাম এলাকায়)

৩.৩.২ পুরাতন গুদামসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রশিক্ষণসমূহ :

১. গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স কোর্স	৩দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)
২. গুদাম কমিটি রিফ্রেসার্স কোর্স	৩দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)
৩. অডিটর রিফ্রেসার্স কোর্স	১দিন (নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে)
৪. ব্যাংকার্স ওরিয়েন্টেশন রিফ্রেসার্স কোর্স	১দিন (সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে অনুষ্ঠিত হবে)
৫. উপদেষ্টা কমিটি ওরিয়েন্টেশন রিফ্রেসার্স কোর্স	১দিন (ইউএনও অফিসে অনুষ্ঠিত হবে)
৬. ক্ষুদ্র দলনেতা প্রশিক্ষণ	১দিন (গুদাম এলাকায়)

৩.২.৩ অন্যান্য প্রশিক্ষণ :

১. গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১দিন (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/নির্ধারিত স্থানে)
২. গুদাম উপদেষ্টা কমিটির ওয়ার্কসপ	১দিন (নির্ধারিত স্থানে)

৩. ব্যাংকার্স ওয়ার্কসপ/জাতীয় ওয়ার্কসপ/সেমিনার এবং দেশ ও বিদেশে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ :

(প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নযোগ্য)

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাঃ-

শস্য গুদাম ঋণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রিভলভিং ফান্ড খাতে ৭০.০০ (সত্তর) লক্ষ টাকা পুন:অর্থ সংস্থান হিসেবে রক্ষিত আছে। বর্ণিত রিভলভিং ফান্ডের টাকায় রাষ্ট্রায়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাকাব ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত ফসল গুদামে জমার বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হবে।

৪.১.১ ঋণ বিতরণ ও আদায় বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ নীতিমালা :

বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলী ব্যাংক সমূহের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত গুদাম সমূহের তালিকাভুক্ত কৃষকদের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত **'গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী'** (পরিশিষ্ট) অনুসরণপূর্বক গুদামে শস্য জমা রাখার বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হবে। তবে নিয়মাবলীটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়োপযোগী করে সংশোধন করা যাবে।

৪.১.২ ব্যাংকিং লাইনআপ (Banking lineup) :

কার্যক্রমভুক্ত নতুন গুদাম চালুর পূর্বে আওতাভুক্ত কৃষক যেন শস্য গুদামে রেখেই ঋণ নিতে পারেন সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পৃক্ত ব্যাংকের শাখায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে ব্যাংকিং লাইন আপ করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে, গুদাম কমিটি, গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত **'ঋণ বিতরণ নিয়মাবলী'** অনুযায়ী গুদামের আওতাভুক্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের শস্য গুদামে রেখে ব্যাংক থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা হবে।

৪.১.৩ ঋণ মাত্রা নির্ধারণ :

গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বাজার মূল্যের অবচয়মূল্য ২০% বিবেচনায় অবশিষ্ট মূল্যের ৮০% হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রদেয় ঋণমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও গুদাম সম্পৃক্ত ব্যাংকের ব্যাংকিং লাইন আপ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্ধারিত ঋণ মাত্রা অনুযায়ী কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা সম্পৃক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন। গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি ফসলের ঋণমাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা নিবেন।

৪.২ গুদামে শস্য জমা রাখা ও ঋণ প্রাপ্তিঃ-

৪.২.১ কিভাবে উপকারভোগী গুদামে শস্য জমা রাখবেন ?

কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের গুদামে শস্য নিয়ে আসলে গুদাম রক্ষক কর্তৃক আর্দ্রতা, পোকামাকড় আক্রান্ত কিনা পরীক্ষার পর ওজন করে বিষমুক্ত নম্বরযুক্ত বস্তায় শস্য সংরক্ষণের মাধ্যমে গুদামজাত করা হবে। কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের গুদামে শস্য জমার প্রমাণস্বরূপ গুদাম রক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগ্রহ করে গুদামে শস্য সংরক্ষণ করা হবে।

৪.২.২ কিভাবে ব্যাংক উপকারভোগীকে ঋণ দিবে ?

উপকারভোগী নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি নিয়ে ব্যাংকে গেলে ব্যাংক ব্যবস্থাপক কাগজপত্র যাচাই করে কৃষককে ঋণ দিবেনঃ-

১. শস্য জমার রশিদ-	গুদাম রক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত;
২. পাশবই-	গুদাম রক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত;
৩. আবেদন ফরম-	গুদাম রক্ষক ও গুদাম কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত;
৪. ঋণ বিতরণপত্র-	কৃষক, গুদাম কমিটির সভাপতি ও ব্যাংক ব্যবস্থাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং
৫. বন্দোবস্ত পত্র-	কৃষক ও গুদাম কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

৪.৩ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ ও শস্য ছাড়ানোঃ-

৪.৩.১ কিভাবে উপকারভোগী ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করবেন ?

কৃষক যে পরিমান শস্য ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছুক সে পরিমান শস্যের হিসাব গুদাম রক্ষকের নিকট থেকে নিবেন এবং ব্যাংকে গিয়ে উক্ত হিসাব অনুযায়ী ভাড়া এবং ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করবেন। ব্যাংক থেকে ঋণ ও ভাড়া পরিশোধের রশিদ সংগ্রহ করবেন।

৪.৩.২ কিভাবে উপকারভোগী গুদাম থেকে শস্য ছাড়াবেন ?

কৃষক ব্যাংক থেকে ঋণ ও ভাড়া পরিশোধের বশিদ সংগ্রহ করে গুদাম রক্ষকের নিকট দাখিল করে গুদাম থেকে দায় পরিশোধের অনুপাতে শস্য ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

৪.৪ গুদামে ব্যবহৃত বই, রেজিস্টার ও কাগজপত্রাদিঃ-

- শস্য জমা রশিদ বই
- ক্রপ লেজার
- ভাড়া আদায় বই
- কৃষকের পাশ বই
- ক্যাশ বই
- এফডিআর ও ব্যাংক হিসাবের রেজিস্টার
- ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো ও জমার রেজিস্টার
- গুদাম পরিদর্শন রেজিস্টার
- গুদাম রক্ষক ও গুদাম কমিটির হাজিরা বই
- আর্দ্রতা ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার
- গুদামের আয় ব্যয় রেজিস্টার
- বাৎসরিক বাজেট রেজিস্টার এবং
- অন্যান্য ফরম

৪.৫ ব্যাংকে সংরক্ষণকৃত হিসাব ও লেজারসমূহঃ-

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক রেজিস্টারে হিসাব সংরক্ষণ করা হবে। ব্যাংক কৃষকের কাছ থেকে শস্য জমার রশিদ, ঋণের আবেদন ফরম, ঋণ বিতরণপত্র, বন্দোবস্ত পত্র, ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি সংগ্রহপূর্বক তাকে ঋণ প্রদান করবে।

৪.৬ ব্যাংকে পুনঃ/অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিঃ-

প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হলে গুদাম কমিটির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পুন:বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।

৪.৭ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় পত্র/প্রতিবেদনঃ-

ঋণ বিতরণের মাসিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৪.৮ মেয়াদ উত্তীর্ণ শস্য ছাড়ানো/অবমুক্তকরণঃ-

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (খাদ্য শস্য ৬ মাস এবং বীজ শস্য ৯ মাস) কোন কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা কর্তৃক শস্য ছাড়িয়ে না নিলে গুদাম কমিটি গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমতিক্রমে তা বিক্রয় করতে পারবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ঐ কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তার সুদসহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা হবে। বিক্রিত ফসলের টাকা দ্বারা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হলে অবশিষ্ট টাকা কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তার নামে অনাদায়ী ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং যদি উদ্বৃত্ত টাকা থেকে যায় তা দিয়ে গুদাম ভাড়া পরিশোধের পর কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হবে।

৪.৯ ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড (CGF) এর মাধ্যমে বকেয়া ব্যাংক ঋণের সমন্বয় সাধনঃ-

দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে গুদামে সংরক্ষিত ফসলের কোন ক্ষতি (ফসলের বাজার দর কমে যাওয়া, ফসল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া) হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড (CGF) স্কীমের মাধ্যমে উক্ত কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক গুদামের তহবিল হতে ১০%, গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা হতে ৬০% এবং অবশিষ্ট ৩০% বাংলাদেশ ব্যাংক হ'তে পরিশোধ করা হবে।

৪.১০ ব্যাংক কর্তৃক গুদামের চাবি সংরক্ষণঃ-

গুদামের চাবি সম্পৃক্ত ব্যাংক শাখা প্রধানের হেফাজতে থাকবে। গুদাম রক্ষক সকল কার্যদিবসে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে চাবি নিবেন এবং দিন শেষে গুদামের সকল ফটকে তালা লাগিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক চাবি পুনরায় সিলমোহর পূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের নিকট জমা রাখবেন।

৪.১১ ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণঃ-

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমভুক্ত গুদাম সম্পৃক্ত ব্যাংকে নিম্নবর্ণিত হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে :

১। গুদামের নামে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যার মাধ্যমে গুদামের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করা হবে;

২। গুদামের নামে স্থায়ী আমানত যা গুদামের আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত থেকে তহবিল গঠন করা হবে এবং

৩। আওতাভুক্ত কৃষকের নামে সঞ্চয়ী হিসাব যার মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ বিতরণ করা হবে।

৪.১২ ব্যাংক কর্তৃক গুদাম তদারকিঃ-

গুদামে রক্ষিত শস্য ও মালামালের সঠিক পরিমান যাচাইয়ের জন্য গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক ফসল জমা ও ছাড়ানোর মৌসুমে সপ্তাহে অন্তত একবার ও অন্য সময়ে মাসে ন্যূনতম একবার গুদাম পরিদর্শন করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক প্রয়োজনবোধে কমপক্ষে একবার তাঁর মনোনীত দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্য ও মালামাল পরীক্ষা করতে পারবেন। এ পরিদর্শনের প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট গুদাম রক্ষক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ গুদামের জনবল ও দায়িত্বঃ-

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমভুক্ত প্রতিটি গুদামে ১ (এক) জন গুদাম রক্ষক ও ১ (এক) জন নৈশ প্রহরী সার্বক্ষণিকভাবে গুদামে নিয়োজিত থাকবেন। এছাড়াও খন্ডকালীনভাবে অডিটর ও স্থানীয় শ্রমিক গুদামের কাজে নিয়োজিত হবেন। গুদাম কমিটি সার্বক্ষণিক গুদাম কার্যক্রম পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমভুক্ত গুদাম সমূহে গুদাম কমিটি, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, গুদাম রক্ষক, নৈশ প্রহরী এবং আওতাভুক্ত কৃষক ও এলাকার জনগণের মাধ্যমে গুদামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

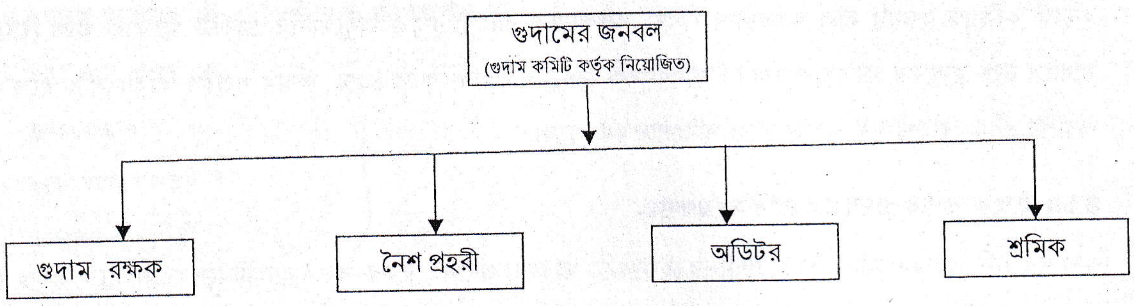

৫.১.১ গুদাম রক্ষক :

গুদাম রক্ষক গুদামের প্রধান হেফাজতকারী। তিনি গুদামের যাবতীয় প্রশাসনিক ও কারিগরী বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদন করে গুদামে জমাকৃত শস্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব নিকাশের নথি-পত্র হালনাগাদ রাখবেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য গুদামের ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদাম পরিচালনা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন।

৫.১.২ গুদাম রক্ষক নিয়োগ :

গুদাম কমিটির সহযোগিতায় বাছাই কমিটি কর্তৃক গুদাম রক্ষক নির্বাচনের পর বাছাই কমিটি ও গুদাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কমিটি গুদাম রক্ষক নিয়োগ প্রদান করবে।

৫.১.৩ গুদাম রক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ :

প্রাথমিক অবস্থায় চাকুরীর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চাকুরীর মেয়াদ গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনপূর্বক ১ বছর বৃদ্ধি পাবে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তবে প্রয়োজনে গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে **উপদেষ্টা কমিটি** কর্তৃক ১ মাসের অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক চাকুরী থেকে বহিস্কার করা যাবে। গুদাম রক্ষক চাকুরী হতে পদত্যাগ করতে চাইলে ১ মাস পূর্বে গুদাম কমিটিকে লিখিতভাবে তা জানাতে হবে এবং উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে ১ মাসের বেতন নিতে পারবেন।

৫.১.৪ গুদাম রক্ষকের প্রদেয় জামানত :

গুদামে দুর্নীতি রোধকল্পে গুদাম রক্ষকের কাছ থেকে কাজে যোগদানের পূর্বে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ জামানত নিয়ে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) হিসেবে জমা রাখতে হবে অথবা স্থানীয় ২ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে প্রতিটি ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মূল্যের একটি করে মুচলেকা পত্র এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ভ্যারিফিকেশন পত্র দাখিল করতে হবে।

৫.১.৫ গুদাম রক্ষক নিয়োগের নুন্যতম যোগ্যতা :

কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে।

৫.১.৬ গুদাম রক্ষকের বেতন-ভাতাদি :

(ক) মাসিক বেতন :

গুদাম রক্ষকের মাসিক বেতন হবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা। এই বেতন সহায়তাকালীন সময়ে (২৪ মাস) রাজস্ব খাত থেকে বহন করা হবে এবং এ সময়ের পর গুদাম ভাড়ার তহবিল হ'তে বেতন পরিশোধ করা হবে। তবে গুদামের আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গুদাম কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বেতন হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(খ) ভাতাদি :

১। চাকুরীতে যোগদানের পর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা পাবেন।

২। গুদামে শস্য জমা ও ছাড়ানোর জন্য কুইন্টাল প্রতি শস্য জমার জন্য ৪.০০/- (চার) টাকা এবং কুইন্টাল প্রতি শস্য ছাড়ানোর জন্য ৪.০০/- (চার) টাকা হিসেবে বেতনের সাথে দেয়া হবে।

৫.২ গুদাম রক্ষকের দায়িত্বসমুহঃ-

- আওতাভুক্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের শস্য গুদামে জমা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা।
- জমাকৃত শস্যের হিসাব ক্রপ লেজারে লিপিবদ্ধ রাখা।
- জমাকৃত শস্যের সাপ্তাহিক আর্দ্রতা পরীক্ষা করা ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা।
- সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জমাকৃত শস্যের পোকা-মাকড় পরীক্ষা করা ও রেজিস্টারে রেকর্ড রাখা। পোকা আক্রান্ত হলে নিয়ন্ত্রনের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেয়া। যেমন- শুকানোর ব্যবস্থা করা, নেট দেয়া প্রভৃতি। প্রয়োজনে গুদামে ঔষধ প্রয়োগ করা তবে, এ ক্ষেত্রে গুদাম কমিটির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- গুদামের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- নগদ ও ব্যাংক বহিতে (ক্যাশ বহি) আয়-ব্যয় লিপিবদ্ধ করা ও হালনাগাদ রাখা।
- ভাড়া আদায় বহিতে ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত ভাড়ার হিসাব রাখা।
- নির্ধারিত ফরমে দৈনিক ও মাসিক প্রতিবেদন সমূহ প্রণয়ন করা।
- বাজার দর (Market Price) সংগ্রহ ও রেকর্ড করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা কর্তৃক গুদাম ভাড়া ও সুদসহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ব্যাংক রশিদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শস্য ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা।
- গুদাম পরিচালনা কমিটির অনুমতিক্রমে গুদামের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা।
- জমাকৃত শস্য ব্যাপকভাবে পোকা আক্রান্ত হলে সিদ্ধান্তের জন্য গুদাম পরিচালনা কমিটি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা।
- গুদামের ইনভেন্টরীগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।
- গুদামের চাবি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা প্রধানের নিকট জমা দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিন সময়মত রেজিস্টারে স্বাক্ষর করা।
- উপদেষ্টা কমিটির সভার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা এবং সভা অনুষ্ঠানে সহায়তা করা।
- খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে ১২-১৪% পর্যন্ত এবং বীজ শস্যের ক্ষেত্রে ফসল ভেদে ৮-১২% পর্যন্ত আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া।
- শস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত **শগখক**-এর চলমান খামাল পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি গুদামে ১০১৪ কুইন্টাল শস্য ২১টি খামালে ১৬টি স্তরে শস্য জমা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়া হবে (প্রয়োজনীয়তার নীরিখে সাময়িকভাবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে)।

৫.৩ নৈশ প্রহরী নিয়োগ :

গুদাম কমিটির সহায়তায় বাছাই কমিটি কর্তৃক নৈশ প্রহরী নির্বাচন করে উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গুদাম কমিটির সভাপতি এ নিয়োগ প্রদান করবেন।

৫.৩.১ নৈশ প্রহরীর চাকুরীর মেয়াদ :

প্রাথমিক অবস্থায় চাকুরীর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চাকুরীর মেয়াদ গুদাম কমিটির সভার অনুমোদনক্রমে এ মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা যাবে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে গুদাম কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে **গুদাম কমিটির সভাপতি** নৈশ প্রহরীকে চাকুরী থেকে বহিস্কার করতে পারবেন। চাকুরী হতে পদত্যাগ করতে হলে এক মাস পূর্বে গুদাম পরিচালনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে ১ মাসের বেতন নিতে পারবেন।

৫.৩.২ নৈশ প্রহরীর যোগ্যতা :

প্রার্থীকে গুদাম এলাকার বাসিন্দা, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং সুস্থ্য দেহের অধিকারী হতে হবে।

৫.৩.৩ নৈশ প্রহরীর বেতন-ভাতাদি :

মাসিক বেতন ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা। এ বেতন সহায়তাকালীন সময়ে (২৪ মাস) রাজস্ব খাত থেকে বহন করা হবে এবং এ সময়ের পর গুদাম ভাড়ার তহবিল হ'তে বেতন পরিশোধ করা হবে। গুদামের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে গুদাম কমিটির সিদ্ধান্ত ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বেতন হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নৈশ প্রহরী চাকুরীতে যোগদানের পর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা হিসেবে পাবেন।

৫.৩.৪ নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব :

গুদামের রাত্রিকালিন পাহাড়াদার হিসেবে নৈশ প্রহরী গুদাম কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.৪ গুদাম নিরীক্ষক :

গুদাম নিরীক্ষক গুদাম পরিচালনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক খন্ডকালীন সময়ের জন্য নিযুক্ত হবেন। প্রয়োজনে গুদাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটি গুদাম নিরীক্ষককে বহিস্কার করতে পারবেন।

৫.৪.১ গুদাম নিরীক্ষকের যোগ্যতা ও মেয়াদকাল :

গুদাম নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে কমপক্ষে এইচ.এস.সি পাশ হতে হবে। মেয়াদকাল ২৪ মাস।

৫.৪.২ গুদাম নিরীক্ষকের বেতন-ভাতাদি :

মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা (পুন:নির্ধারণযোগ্য) হিসেবে ২৪ মাস বেতন পাবেন । চাকুরীতে যোগদানের পর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা হিসেবে পাবেন।

৫.৪.৩ গুদাম নিরীক্ষকের দায়িত্ব :

প্রতি মাসে শস্য রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড-পত্র, গুদামে সংরক্ষণকৃত শস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যংক হিসাব পরীক্ষা করে স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা গুদাম নিরীক্ষকের দায়িত্ব। এছাড়াও তাঁকে বৎসরে একবার চূড়ান্ত নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনসহ বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতির (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) নিকট দাখিল করতে হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ কমিটিসমূহঃ-

(কাঠামো, গঠন পদ্ধতি, কার্যপরিধি, মেয়াদ, সম্মানিভাতা)

শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য **জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, ব্যাংকিং ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, গুদাম উপদেষ্টা** কমিটি এবং **গুদাম পরিচালনা কমিটি** গঠন করতে হবে।

৬.২ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি :

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির কাঠামো :

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
চেয়ারম্যান, বিএডিসি	সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির গঠন পদ্ধতি :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠিত হবে। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিকে বছরে ন্যূনতম একবার সভা করতে হবে। তবে প্রয়োজনে একাধিকবার সভা করা যাবে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি :

- শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রমের নীতিগত সিদ্ধান্তসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান।
- ব্যাংক ঋণ পুনঃবরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গুদামের স্থায়ী আমানত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।
- রিভলভিং ফান্ড বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- গুদাম সম্প্রসারণ, নির্মাণ ও **শগঋক** সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির মেয়াদ :

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি কাঠামো অনুযায়ী **শগঋক** কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান থাকবে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মানীভাতা :

সরকার কর্তৃক জারীকৃত পদ মর্যাদা/গ্রেড অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে সম্মানীভাতা প্রাপ্য হবেন।

৬.৩ ব্যাংকিং স্ট্যান্ডিং কমিটি :

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক কার্যক্রমটির ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঋণদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যাদি নিরসনকল্পে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে

সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ কমিটি গঠন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সভা আহ্বান করবে। কার্যক্রমটির পূর্ব ধারাবাহিকতায় গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ডের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির দায়িত্ব। বছরে ন্যূনতম একবার অথবা প্রয়োজন অনুসারে একাধিকবার এ কমিটির সভা করা যাবে।

৬.৪ গুদাম উপদেষ্টা কমিটি :

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এ গুদাম পরিচালনা কমিটিকে সহযোগিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে স্থানীয় পর্যায়ে গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

গুদাম উপদেষ্টা কমিটির কাঠামো :

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সভাপতি
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
ব্যাংক শাখা ম্যানেজার (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি	সদস্য
গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

গুদাম উপদেষ্টা কমিটির গঠন পদ্ধতি :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হলে গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবেন। প্রয়োজন অনুসারে অথবা গুদাম পরিচালনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদাম উপদেষ্টা কমিটি সভা আহবান করবে, তবে এ সভা কোনোক্রমেই ৪ মাসে একবারের কম হবে না। প্রয়োজনে একাধিক সভা করা যাবে।

গুদাম উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি :

- ফসলভিত্তিক ঋণমাত্রা নির্ধারণ ও নতুন ফসল সংরক্ষণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গুদাম ভিত্তিক বার্ষিক বাজেট অনুমোদন এবং যাবতীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন যা গুদামের তহবিল থেকে নির্বাহযোগ্য। স্থানীয় নিরীক্ষক, গুদাম রক্ষক ও নৈশপ্রহরী নিয়োগ এবং গুদাম সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান।
- গুদামের স্থায়ী আমানত (FDR) নগদায়ন-এর ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- গুদামের সঞ্চয়ী আমানত (FDR) এর সুদ উত্তোলন ও নবায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- গুদাম কমিটির সহায়তায় বাছাই কমিটি কর্তৃক গুদাম রক্ষক নির্বাচনের পর প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান।
- গুদাম উপদেষ্টা কমিটি বৎসরে একবার গুদামের সকল সম্পত্তি একজন নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক বা গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নিরীক্ষা করাবে।
- অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানকে (ব্যাংক) গুদামের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

- নির্বাচিত নতুন গুদামের প্রাথমিক ২৪ মাস সহায়তাকালীন সময়ের পরবর্তীতে গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গুদামের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে 'ক্রয় কমিটিকে' প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করবে।
- গুদাম পরিচালনা কমিটিকে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহারের অথবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে গুদামের গ্যারান্টি ফান্ড ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গুদাম পরিচালনা কমিটিকে পরামর্শ দিবে এবং সমাধানের উপায় প্রস্তাব করবে;
- স্থানীয় গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরী নিয়োগসহ বেতনভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুদাম পরিচালনা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন করবে। প্রস্তাবে দ্বিমত থাকলে পুন:প্রস্তাব বিবেচ্য;
- গুদাম উপদেষ্টা কমিটি ও গুদাম পরিচালনা কমিটি যৌথভাবে গুদাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে;
- প্রস্তাবিত নতুন শস্য গুদাম জাত করার অনুমোদন প্রদান করা ;
- গুদাম পরিচালনা কমিটির গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করা ।

৬.৫ গুদাম পরিচালনা কমিটি :

গুদাম পরিচালনা কমিটির কাঠামো :

গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সভাপতি
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য
গুদাম এলাকার নির্বাচিত কৃষক	সদস্য সচিব

গুদাম পরিচালনা কমিটির গঠন পদ্ধতি :

শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন প্রতিটি গুদামের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য গুদাম আওতাভুক্ত এলাকাকে ৭টি ব্লকে ভাগ করতে হবে। গুদামের তালিকাভুক্ত কৃষক কর্তৃক ৭টি ব্লক হ'তে ৭ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হ'তে একজন সভাপতি ও একজন সদস্য সচিব (কমিটির সদস্য দ্বারা নির্বাচিত) মনোনীত হবেন।

গুদাম পরিচালনা কমিটির কার্যপরিধি :

- স্থানীয় গুদাম রক্ষক নিয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং উপদেষ্টা কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ।
- গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য তদারকী;
- গুদামের প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকী;
- গুদাম উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শক্রমে গুদামের হিসাব পরিচালনা;

- গুদাম পরিচালনায় কোন কারিগরী ও সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হলে গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে তা সমাধান করা;
- শস্য জমার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, শস্য জমা রাখার কোটা পরিবর্তন, অগ্রগতি ও অর্জিত ফলাফল পরীক্ষা বিষয়ে গুদাম উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ;
- মাসিক ভিত্তিতে গুদামের মজুদ পরীক্ষা করা এবং তালিকাভুক্ত কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;
- গুদামের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ গুদাম তহবিল ও স্থায়ী আমানত হিসেবে **শগঋক** পরিচালনা নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যাংকে জমা করা;
- ফসল ভিত্তিক ঋণমাত্রা নির্ধারণের জন্য নির্দেশিকা অনুযায়ী গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক মাসে ৩/৪ কর্মদিবস গুদামে উপস্থিত থেকে সেবা প্রদান করা। উপস্থিতির জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গুদাম তহবিল হতে সম্মানী প্রদান করা।
- গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও গুদাম রক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে গুদামের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা।
- আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে গুদামের বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করা (বছরে কমপক্ষে একবার)। গুদাম পরিচালনা কমিটির কর্মতৎপরতার বিষয়টি তালিকাভুক্ত কৃষকদের সাথে পর্যালোচনা করা।
- বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করে গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা।
- মসিক প্রতিবেদন নিরীক্ষণ ও অনুমোদন করা।
- কৃষকের আবেদন যাচাই করে তালিকাভুক্ত করা।
- গুদাম পরিচালনা কমিটি ও গুদাম রক্ষক কর্তৃক যৌথভাবে গুদামের শস্য ও সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন করা এবং গুদাম উপদেষ্টা কমিটির নির্ধারিত নিরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা।
- গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা।
- সদস্যপদ শূণ্য হলে গুদাম উপদেষ্টা কমিটিকে অবহিত করে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাগণের তালিকা প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়েই ফসল উৎপাদনের ধরণ অনুযায়ী গুদামে সংরক্ষণযোগ্য শস্যের বিবেচনাভুক্ত হিসেবে সংখ্যা অনুযায়ী পৃথকভাবে এক-দুই-তিন ফসলের তালিকা প্রণয়ন করা এবং প্রতিবছর উক্ত প্রণয়নকৃত তালিকা হালনাগাদ করা।
- গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি অনুর্দ্ধ ১৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচের ভাউচার, গুদাম সংশ্লিষ্টদের বেতন ভাতা প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনুমোদন করা। গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে গুদাম কমিটির সচিব উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। গুদাম পরিচালনা কমিটির মাসিক সভায় গুদাম রক্ষক চলতি মাসের খরচের বিস্তারিত তথ্য, প্রতিবেদন আকারে সভায় উপস্থাপনের জন্য গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে প্রদান করবেন। কমিটির সদস্যগণ যাবতীয় খরচের সত্যতা যাচাই করে অনুমোদন করবেন।
- গুদাম পরিচালনা কমিটি ঋণমাত্রা নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান, শস্য জমা, ঋণদান প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, শস্য ছাড়ানো রক্ষণাবেক্ষণ ও ঋণ পরিশোধের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবে।

গুদাম পরিচালনা কমিটির মেয়াদ :

গুদাম পরিচালনা কমিটির মেয়াদকাল হবে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

গুদাম পরিচালনা কমিটির সম্মানী ভাতা :

গুদামে জমাকৃত শস্যের বিপরীতে আদায়কৃত ভাড়ার ২০% গুদাম কমিটির সম্মানী ভাতা হিসেবে প্রদেয়। গুদাম পরিচালনা কমিটির গুদাম কার্যক্রম তদারকি ও দেখাশুনার ক্ষেত্রে উপস্থিতির হার বিবেচনায় প্রত্যেক সদস্য সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৬.৬ অন্যান্য কমিটিসমূহঃ-

৬.৭ বাছাই কমিটি :

শগঋক-এর আওতাভুক্ত গুদামসমূহে গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী/কর্মচারী নির্বাচন করে উপদেষ্টা কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য বাছাই কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত।

বাছাই কমিটির কাঠামো :

ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা	১ জন	সভাপতি
সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার	১ জন	সদস্য
গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি	১ জন	সদস্য
গুদাম পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব	১ জন	সদস্য
স্থানীয় স্কুল শিক্ষক	১ জন	সদস্য
প্রতিনিধি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১ জন	সদস্য সচিব

বাছাই কমিটির গঠন পদ্ধতি :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রেরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক যোগাযোগের মাধ্যমে বাছাই কমিটি গঠন করা হবে।

বাছাই কমিটির কার্যপরিধি :

প্রার্থী (গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরী) বাছাই কাজ শেষে নিয়োগের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য সুপারিশসহ বাছাই কমিটি কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

বাছাই কমিটির মেয়াদ :

কমিটির মেয়াদকাল নিয়োগ লাভের তারিখ হ'তে ৫ বছর।

বাছাই কমিটির সম্মানী ভাতা :

নতুন গুদামের ক্ষেত্রে রাজস্ব খাত থেকে বিধি মোতাবেক এবং পুরাতন গুদামের ক্ষেত্রে গুদাম তহবিল থেকে গুদাম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদেয় (সভায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে)।

৬.৮ ক্রয় কমিটি :

শগঋক-এর আওতায় নতুন গুদাম চালু করার পূর্বে গুদামের যাবতীয় মালামাল ক্রয়ের জন্য ক্রয় কমিটি গঠন করতে হবে।

ক্রয় কমিটির কাঠামো :

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সভাপতি
প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটির সভাপতি	সদস্য
সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটির সদস্য সচিব	সদস্য
মাঠ কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

ক্রয় কমিটির গঠন পদ্ধতি :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর নির্দেশনা মোতাবেক আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্রয় কমিটি গঠন করা হবে।

ক্রয় কমিটির কার্যপরিধি :

শগঋক-এর প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি এবং স্থায়ী মালামাল (একটি নতুন গুদাম চালু করার পূর্বে গুদামের যাবতীয় মালামাল) ক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে পিপিআর, ২০০৮ অথবা সরকার ঘোষিত সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সীমার মধ্যে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করতে পারবে। ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য যাচাই করে কমপক্ষে ৩টি দরপত্র সংগ্রহ করবে এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের তুলনামূলক বিবরণী অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট থেকে ক্রয় সম্পাদনের জন্য কমিটি সুপারিশসহ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট পেশ করতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রয় কমিটির মেয়াদ :

ক্রয় কমিটির মেয়াদকাল হবে কমিটি গঠনের তারিখ হ'তে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

ক্রয় কমিটির সম্মানী ভাতা :

নতুন গুদামের ক্ষেত্রে রাজস্ব খাত থেকে বিধি মোতাবেক এবং পুরাতন গুদামের ক্ষেত্রে গুদাম তহবিল থেকে গুদাম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদেয় (সভায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে)।

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ তদারকি ও মূল্যায়নঃ-

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এলজিইডি, স্থানীয় প্রশাসন এবং কৃষক সকলের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় জনবল দ্বারা কার্যক্রমটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর দায়িত্বে থাকবে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল তফসিলী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দ্বারা চিহ্নিত কৃষকদের ঋণ প্রদান ও আদায় করা হবে। অপরদিকে, এলজিইডি নিজস্ব মালিকানাধীন গুদাম **শগঋক**-এ ব্যবহারের জন্য ভাড়া বা লীজ প্রদান করবে। একটি গুদাম নতুন চালুর সময় এলজিইডির পুরাতন ও অব্যবহৃত গুদাম কার্যক্রমভুক্ত করে নেয়ার সময় সমুদয় সংস্কার কাজের দায়িত্ব এলজিইডি/পিডব্লিউডি কর্তৃক নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যয়কৃত অর্থ ভাড়ার সাথে সমন্বয়যোগ্য।

(ক) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং পদ্ধতি :-

গুদাম পর্যায় : গুদাম রক্ষক কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা তালিকাভুক্তির বিষয় এবং আনীত শস্য চিহ্নিত কিনা তা মনিটরিং করবেন।

গুদাম পরিচালনা কমিটি : গুদাম পরিচালনা কমিটি গুদামে সঠিকভাবে শস্য জমা-ছাড়ানো হচ্ছে কিনা, গুদামের প্রশাসনিক কার্যক্রম, গুদামের মজুদ পরীক্ষা, হিসাব নিকাশের নথিপত্র বিষয়ে গুদাম রক্ষকের সকল কাজ মনিটরিং করবে।

গুদাম উপদেষ্টা কমিটি : গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গুদাম কমিটিকে প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা প্রদান করবে । বাৎসরিক বাজেটসহ আর্থিক বিষয়সমূহ মনিটরিং করবে। এছাড়াও গুদাম কমিটির কাজ মনিটরিং করবে।

গুদাম সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক : গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক ফসল জমা ও ছাড়ানোর মৌসুমে সপ্তাহে একবার গুদাম পরিদর্শন করে গুদামের মজুদ শস্য তদারকী করবেন।

গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রতিটি গুদামে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে, যিনি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী **শগঋক** পরিচালনা নির্দেশিকা অনুসারে ফসলের ঋণ মাত্রা নির্ধারণ, কার্যক্রম/গুদাম সম্প্রসারণ, সংস্কার, শস্য জমা-ছাড়ানো, গুদাম কমিটিকে পরামর্শ প্রদান ও গুদাম মনিটরিংসহ স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করবেন।

আঞ্চলিক কার্যালয় : আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিজ অঞ্চলের গুদামসমূহে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি প্রয়োজন অনুয়ায়ী গুদাম মনিটরিং করবেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিংসহ অঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয় : বিভাগীয় উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও শস্য গুদাম শাখা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক কর্তৃক শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হবে এবং তাঁর অধীনে সদর দপ্তরের শস্য গুদাম শাখার মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হবে। শস্য গুদাম শাখায় একজন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় মনিটরিংসহ শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) **শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন এবং সদর দপ্তর থেকে বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে প্রতি ৩ (তিন) বছর পর শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি বা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.২ যানবাহন ব্যবস্থাপনাঃ-

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের সদর দপ্তরের শস্য গুদাম শাখায় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- এলজিইডি, মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এর তফসীলভূক্ত ব্যাংকসমূহে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় অবস্থিত গুদাম কার্যক্রমের নিবিড় মনিটরিংসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ ও গুদাম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর অনুমোদন ও নির্দেশনায় সমাপ্ত **শগঋপ** প্রকল্পের টিওএন্ডই ভুক্ত অথবা অন্যান্য যানবাহন সরকারী বিধি মোতাবেক ব্যবহার করা হবে।

বিবিধঃ-

৮.১ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ঃ-

শস্য-গুদাম ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল উপকারভোগী, কৃষক, সংশ্লিষ্ট বা সহযোগী সকল ব্যক্তি এবং প্রধানত নিম্নবর্ণিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য হবেঃ

(ক) **কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের** শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমে নিয়োজিত/নিয়োগপ্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(খ) **বাংলাদেশ ব্যাংকের** নির্দেশনায় শস্য জমার বিপরীতে ঋণদান কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংক ও ব্যাংক শাখার কর্মকর্তা- কর্মচারী;

(গ) **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিভাগের/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের** গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের/ সংস্কার/মেরামত/নির্মাণকাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং

(ঘ) **জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, গুদাম উপদেষ্টা কমিটি, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন, গুদাম পরিচালনা কমিটি,** গুদামে নিয়োজিত জনবলসহ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কমিটি ও জনবল।

৮.২ নির্দেশিকা সংশোধন পদ্ধতিঃ-

প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ/নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে **"শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা"**র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

১১/০৯/২০১৭